...ংলা

তারিখ ১/৩/৮২
পৃষ্ঠা

084

স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন প্রকল্পের কাজ সর্বত্র এগিয়ে চলেছে

স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে দেশব্যাপী খাল পুনর্খনন কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ বিভিন্ন স্থানে বেশ এগিয়ে চলেছে।

হবিগঞ্জ থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, এই মহকুমার রামপুর-মুন্সিরাজুর খাল পুনর্খনন প্রকল্পের কাজ সম্প্রতি আরম্ভ করা হয়েছে। পাঁচ মাইল দীর্ঘ এই খালের পুনর্খনন কাজ সম্পন্ন হলে মুন্সিরাজুরি হাওয়রের ৬শ একর অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করে বছরে তিনটি ফসল ফলানো সম্ভব হবে। খালটি পুনর্খনন প্রকল্পের উদ্বোধনী দিনে বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোর বৃন্দাবন কলেজ শাখার সদস্যবৃন্দ, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল, আনসার, আইনজীবী, শিক্ষক-ছাত্র, ব্যবসায়ী, কৃষক-শ্রমিক, মহিলা সংস্থা, স্কাউটসহ সমাজের সর্বস্তরের প্রায় ৫ শ লোক অংশ গ্রহণ করে। ১২ ফুট প্রস্থ এবং ২৫ হাজার ফুট দীর্ঘ এই খালটির পুনর্খনন কাজ আগামী এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ঠাকুরগাঁ:

ঠাকুরগাঁ থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, স্বেচ্ছাশ্রমে

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

খাল খনন

(১১-এর পৃঃ পর)

খাল খনন কর্মসূচীর আওতায় এবার ঠাকুরগাঁ মহকুমায় ৪টি নদী পুনর্খননের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে একটির কাজ শুরু হয়েছে। এটি হচ্ছে রাণীশংকইল থানার ৬ মাইল দীর্ঘ তিরনই নদী। এরই মধ্যে ৫০ ভাগ কাজ শেষ হয়ে গেছে। অপর তিনটি হচ্ছে, পীরগঞ্জের ৬ মাইল দীর্ঘ টাঙ্গন নদী, ঠাকুরগাঁয়ের ৫ মাইল দীর্ঘ শুক নদী এবং সাড়ে চার মাইল দীর্ঘ পাথরাজ নদী। এসব নদী পুনর্খননের কাজ সম্পন্ন হলে মহকুমার মোট ৩ হাজার একর জমি সেচ সুবিধা পাবে।

ঢাকা

১৯৮১-৮২ সালে খাল খনন কর্মসূচীর আওতায় স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ঢাকা জেলার মোট ৩৯টি খাল পুনর্খননের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১১টির খনন কাজ শুরু হয়েছে।